২. চ) ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

একটি দেশের প্রতিটি সুনাগরিক তথা সচেতন লোকমাত্রই ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। নিচে ইতিহাস পাঠের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করা হল:

১। মানবসভ্যতা ও সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা: ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে মানুষ সমাজের শুরু থেকে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে। কেননা ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় হল মানবসমাজের অগ্রগতির ধারা বর্ণনা করা।

২। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে: ইতিহাস আমাদের অতীত সম্পর্কে জানিয়ে দিয়ে বর্তমানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করে বলে সঠিক শিক্ষা ও দিকনির্দেশনার জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৩। জাতীয় চেতনার বিকাশ: একটি জাতির ঐতিহ্য ও অতীত গৌরবান্বিত ইতিহাস ঐ জাতিকে বর্তমানের মর্যাদাপূর্ণ কর্মতৎপরতায় উদ্দীপিত করে বলে জাতীয় চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে ইতিহাস পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তাই আজ আত্মপরিচয়ের সংকটের লগ্নে ইতিহাস পাঠ আমাদের জাতীয় দায়িত্ব।

৪। জাতীয় পরিচয়: যে-কোনো জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে যা দেশ ও সমাজের উন্নতি তথা দেশপ্রেমের জন্য একান্ত অপরিহার্য। তাই জাতীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৫। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ: বর্তমানে ঐতিহাসিক ঘটনার সঠিক আলোচনার ফলে ইতিহাস বন্ধনমুক্ত সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। আর এই মূক ইতিহাস আমাদের অতীত সময়ের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করে।

৬। জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্যকে সংরক্ষণ করে: ইতিহাস একটি জাতির ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে। সমাজ ও জাতির অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে ইতিহাস জ্ঞানসহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। একই সাথে ইতিহাস জ্ঞান আমাদের গর্বিত করে তুলতে পারে অতীত ঐতিহ্যের প্রতি। এর ফলে আমরা উদ্দীপিত হতে পারি জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার একান্ত প্রত্যাশায়।

ইতিহাস যেখানে জাতির পথ-প্রদর্শক, সেখানে ইতিহাস রচনার গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনেক বেশি। অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ইতিহাসের মাধ্যমেই সংশোধন করে নেয় মানুষ। সংগ্রহ করে আগামীদিনের চলার পাথেয়। ইতিহাসবিহীন জাতি বিশাল তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রে হালহীন নাবিকের মতোই অসহায়, শঙ্কিত হৃদয়। শাশ্বত সত্য সন্ধানই ইতিহাসের লক্ষ্য। যথার্থই, যে জাতির ইতিহাস নেই তার বর্তমান খণ্ডিত, ভবিষ্যৎ, কুয়াশাচ্ছন্ন, সম্ভাবনাহীন। ইতিহাসকে হতে হবে তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ। ক্ষুরধার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেই ইতিহাসের শাণিত দীপ্তি। সত্যের ছদ্মবেশে মিথ্যার বিভ্রান্তি সৃষ্টি, ইতিহাস রচনার পরিপন্থী। বাস্তব ঘটনাবলিকে নিজের মনের রঙে রঞ্জিত না করে যথাযথ উপস্থিত করাই ঐতিহাসিকের কাজ। তাই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব অসীম। মানুষের ভাঙা-গড়া, সুখ-দুঃখের জীবনে, জাতীয় দুর্গতি ও দুর্গতি-মোচনে, পরাধীনতার দাসত্বে ও মুক্তিতে কোন মহা-শক্তির অঙ্গুলি নির্দেশ, ঐতিহাসিককে সেই সত্যটিই উদ্‌ঘাটিত করতে হবে। ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত

থাকে জাতির ভাব-সম্পদ। আমরা যে ইতিহাস পড়ি তা বিদেশির রচিত ইতিহাস। ফলে, আমরা প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারছি না। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব মৃত্তিকায় বিচিত্র জীবনস্রোতে মানব মহিমার যে প্রচুর উপাদান বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো রয়েছে, তার উদ্ধার করে যথার্থ জাতির ইতিহাস প্রণয়ন।

ইতিহাস শুধু ছাত্রজীবনেই নয়, যে-কোনো শিক্ষিত মানুষেরই অবশ্যপাঠ্য বিষয়। যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে মানুষ যে সুন্দরের স্বপ্ন দেখেছে এবং সেই স্বপ্নকে সার্থক করার যে নিরলস কর্মপ্রয়াস, ইতিহাস তারই ধারাবাহিক বিবরণ। মানুষের যা ছিল সুন্দর, মহৎ এবং শাশ্বত ইতিহাস তারই সঞ্চয়। সেই সঞ্চিত ঐশ্বর্যেই মানব-সভ্যতার মহিমা। আর যা অর্থহীন, মৃত, পরিকীর্ণ কঙ্কালস্তূপ, জীবন-বিকাশের পরিপন্থী, তা কালস্রোতে ভেসে গেছে। ভেসে যায়। সবশেষে বলা যায়, ইতিহাস রচনা ও চর্চা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। সাধারণ মানুষ, রাষ্ট্রনায়ক, বুদ্ধিজীবী, সামরিক ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ইতিহাস খুবই মূল্যবান বিষয়।